কবিতা

# ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

## প্রকাশ অধিকারী

কেউ মন্ত্র দিলেন।
কর্ণকুহরে ধ্বনিত হল
সুললিত কণ্ঠে—
"ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়"!

রাতের তমিস্রা ভেদ করে যেন
মন্দ্রিত হল সৃষ্টির আদি নাদ—
জাগো জাগো জাগো...

দ্যুলোক-ভূলোক কাঁপিয়ে এ কী বর্ণচ্ছটা;
ব্যাপ্ত চরাচর!

ঘুম ভেঙে দেখি
চারিদিক মুখরিত; পাখিদের কলরব।

একটি রাজহাঁস সাগর তরঙ্গে
দোল খেয়েছিল একা সারারাত;
এবার তাকে উড়ে যেতে হবে
বহু দূরে—

ভোরের সংবাদ...

# শুদ্ধতা

## শিবব্রত দেওয়ানজী

আঁধার সরে গেলেই
আকাশে আলোর দ্যুতি,
গাছের পাতারা বাতাসে
কেবল দুলছে দুলছে।

এমন আলো খেলায়
তাঁরই গান গাইব,
গান গাইতে গাইতে
দেখব চিন্ময়ী প্রতিমা।

আঁধার সরে গেলেই
তোমার ভালবাসা ছুঁইয়ে
কেবল ফুল ফুটবে
তাই শুদ্ধতার গরিমা।

# নুনের পুতুল

## সৌমিত্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংসারসীমান্তে আছ, কেমন আছ সুজন?
এই মেঘ, জলকণা, গোধূলির আলো,
পাহাড়ে হেলান-দেওয়া অসীম আকাশ
তোমারই জন্যে রামধনু জমকালো।
সে রয়েছে, তুমি নেই, তাই কভু হয়!
তিমির নিশার মতো সেও তো একাকী,
তাই তো তোমার চোখে ব্যাপ্ত বরাভয়,
প্রতিটি সূর্যোদয়ে প্রভাতের পাখি।
সেও যে তোমারই মতো আসঙ্গ-বিলাসী
তুমিহীন শূন্য তার তিক্ত ত্রিভুবন,
অমল শিশুরই নির্মল নির্ণয়ে
তোমাকেই খোঁজে একা তার ত্রিনয়ন।
লীন হয়ে নীলাচলে, নদীর নির্জনে
তমোনাশ ভৈরবীর কোমল গান্ধারে,
ভাঙা-গড়া খেলাঘরের নিকুঞ্জ কাননে,
সে যে তোমাকেই চায় আলোকে-আন্ধারে।

# মায়ের বাড়িতে

## রবীন মজুমদার

তারা আসছে—দেখছে—বসছে—প্রণাম করছে
চোখে মুখে অনাবিল আনন্দ নিয়ে ফিরছে।
আচ্ছা! কী পাচ্ছে মা, তোমার মধ্যে?

ঐ যে তুমি সতেরও মা—অসতেরও মা
হ্যাঁ—তুমি সত্যিকারের মা।

এই অনুভূতি অনুরণিত হচ্ছে
প্রতি মুহূর্তে মায়ের বাড়িতে।

# কে বাজায়!

## চিত্তরঞ্জন মাইতি

পাতার বাঁশি বাজছে,—
আকাশ মাটি ছুঁয়ে
বয়ে চলেছে সুরের সুরধুনি।

ভিখিরি ছেলেটা
ঘাসে ভরা জমিনে বসে
আপন মনে বাজিয়ে চলেছে
তালপাতার এক বাঁশি।
সারাদিন রোদে পুড়ে
ফুটপাতে শুয়ে বসে
যে কটা পয়সা সে জমিয়েছিল,
এক বাঁশিওলা এসে
তার ভিক্ষার ধনে ভাগ বসিয়ে
এই পাতার বাঁশিটা দিয়ে গেছে।

চার্চের প্রার্থনাসঙ্গীত, মন্দিরের মন্ত্রধ্বনি, মসজিদের আজান
ঐকতানে মিশে গেছে ঐ বাঁশির সুরে।

সে-সুরের টানে ঘাসের মাথায়
টুপটাপ ঝরে পড়ছে শিশির,
শাখায় শাখায় ফুটে উঠছে শিউলি।
বাঁশিওলা মাথা দুলিয়ে
বিভোর হয়ে বাজাচ্ছে বাঁশি,
আনন্দ ঝরে পড়ছে বাঁশির সুরে,
খুশির বুদ্‌বুদ্ উড়ছে হাওয়ায়,
ঐ আনন্দ থেকে জন্ম নিচ্ছে ত্রিভুবন।

# মা

## দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

পাতাল আঁধার গিলতে আসে
ভরসা করি তোমায়
আমায় তুমি দেখ জানি
মমতামাখা ক্ষমায়
কাঁদতে কাঁদতে যখন ভাবি
ছুটে আসবে মা
আমার মা যে ছেলের কান্না
সইতে পারেন না।

# সত্তার চোখ

## স্বামী তপোব্রতানন্দ

দৃষ্টি যখন অনেক দূর হেঁটে ভূলোকের পথে দ্যুলোক
ছাড়িয়ে যায়। হাঁটার পথে ধু ধু সবুজ, সবুজ আর
সবুজ, সবুজ বিশ্রাম। কখনো বা রাস্তা আঁকাবাঁকা,
গড়ান গড়িয়ে যাওয়া, যেতে যেতে যানজট পেরিয়ে
অনেক দূর চলে যায় সে। পাশেই তটভূমি, সমুদ্রসৈকত,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গর্জনময় কোলাকুলি।
ঠিক তখনি, যখন পুব আকাশের সূর্য একটু
একটু করে জেগে ওঠে, সূর্যের কিরণ নতুন করে শুরু
করে তার ঢেউ নিয়ে খেলা, অসীম আকাশ
হৃদয় ভরে এনে দেয় সেই সুখ। ভোরের পঙ্কজ।
দিবাশেষে নীল আকাশের গা ছুঁয়ে বলে যায়
বলাকাশ্রেণি ঃ
অখণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত শূন্যে বিলীন।

# একটি কবিতার জন্যে

## পরেশ মণ্ডল

একটি কবিতার জন্যে সমস্ত জীবন
অপেক্ষা করতে রাজি
একটু মেঘের জন্যে ধরেছি এ সাজি
যদি বৃষ্টি নামে,
ভোরের সূর্যের সেই উষ্ণ কিছু আলো
লেগেছে কী ভাল!
তবু কি বলতে পারি
'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'
—সেই মহান পুরুষকে আমি জেনেছি।
মনে হয় তিনি যেন কাছে তবু দূরে
'দূরাৎ সুদূরে'।
একটি স্বপ্নের জন্যে সমস্ত জীবন
অপেক্ষা করতে রাজি
যদি বৃষ্টি নামে,
অসীম দিগন্তখানা আঁকতে চাই
ছোট্ট অ্যালবামে।